সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২০১
WEEKLY BOOKLET:201

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কিতাব "ফয়যানে সুন্নাত" এর একটি অংশ

পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার

- একত্রে খাওয়াতে পাকস্থলীর চিকিৎসা
- পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার
- দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "ফয়যানে সুন্নাত" এর ১৬০ থেকে ১৭৮ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার

আত্তারের দোয়াঃ হে মুস্তফার প্রতিফালক! যে ব্যক্তি এই **"পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তার পরিবার-পরিজন ও রুজি-রোজগারে বরকত দান করে তাকে তোমার রাস্তায় খরচ করার তাওফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তিন ব্যক্তি (ঐ দিন) **আল্লাহ পাকের** আরশের ছায়ায় থাকবে। আবেদন করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! তারা কারা হবে? ইরশাদ করলেনঃ (১) ঐ ব্যক্তি যে আমার উম্মতের পেরেশানী দূর করে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিতকারী. (৩) আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠকারী।

(আল বাদুরুস সাফিতু ফিল উমুরিল আখিরা, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩৬৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

একসাথে খাওয়াতে বরকত রয়েছে

ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সবাই একসাথে খাও, আলাদা আলাদা খেওনা, কেননা বরকত জামাআতের (একতাবদ্ধতার) সাথে হয়ে থাকে।" (ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ২১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩২৮৭)

পরিতৃপ্ত হওয়ার ব্যবস্থাপত্র

হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহ্সী বিন হারব رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাঁর দাদাজান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আবেদন করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা খাবারতো খাই কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না?" **আখেরী নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "তোমরা কি আলাদা আলাদাভাবে খাও?" আরয করলেন: "জ্বী হ্যাঁ," ইরশাদ করলেন: একত্রিত হয়ে বসে খাবার খেয়ো ও بِسۡمِ اللّٰہ পাঠ করে নিও, তোমাদের জন্য খাবারে বরকত দেয়া হবে।

(আবূ দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৬৪)

www.dawateislami.net

একত্রে খাওয়ার ফযীলত

একই দস্তরখানায় একত্রে আহারকারীদেরকে মোবারকবাদ। কেননা হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **আল্লাহ পাকের** নিকট এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়, যখন তিনি মুমিন বান্দাকে স্ত্রী, সন্তানের সাথে দস্তরখানায় একত্রে বসে খেতে দেখেন। কারণ যখন সবাই দস্তরখানায় একত্রিত হয় তখন **আল্লাহ পাক** তাদেরকে রহমতের দৃষ্টিতে দেখেন আর পৃথক হওয়ার আগেই তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দেন।

(তাম্বীহুল গাফিলীন, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)

একত্রে খাওয়াতে পাকস্থলীর চিকিৎসা

প্যাথলজীর এক অধ্যাপক গবেষণা করে এই তথ্য প্রকাশ করেছেন: যখন একত্রে খাবার খাওয়া হয় তখন আহারকারী-সকলের জীবাণু খাবারে মিশে যায় আর তা অন্যান্য রোগের জীবাণুকে ধ্বংস করে দেয়। এছাড়া অনেক সময় খাবারে শিফা বা আরোগ্যের জীবাণু অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়, যা পাকস্থলীর রোগের জন্য উপকারী হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট

হযরত সায়্যিদুনা জাবের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট আর দু'জনের খাবার চারজনের এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট হয়।" (মুসলিম, হাদীস: ৫৩৬৮) **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: দুইজনের খাবার তিনজনের ও তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৩৯২)

অল্পে তুষ্টির শিক্ষা

প্রখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফ্তী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এই হাদীস শরীফ প্রসঙ্গে বলেন: "যদি খাবার সামান্য হয় এবং আহারকারী বেশি হয় তবে তাদের উচিত, দুইজনের খাবারে তিনজন ও তিনজনের খাবারে চারজন চালিয়ে নেয়া। যদিও পেট না ভরে কিন্তু এতটুকু খেয়ে নেয়াতে দূর্বলতাও আসবে না, ইবাদত সঠিকভাবে আদায় করা যাবে। এ মহান বাণীতে "অল্পে তুষ্টি ও মানবতার মহান শিক্ষা রয়েছে।" (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

বেতন কমিয়ে দিলেন!

খলীফায়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খিলাফত আমলের ঘটনা। একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দীক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্মানিতা স্ত্রীর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হালুয়া খাওয়ার ইচ্ছা হলো। তখন সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমার কাছে এত টাকা নেই যে, আমি হালুয়া কিনতে পারি। স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরজ করলেন: আমি আমার পারিবারিক খরচাদি থেকে কিছু দিন অল্প অল্প পয়সা বাঁচিয়ে কিছু টাকা জমা করব এবং এ দ্বারা হালুয়া কিনে নেব। খলিফা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: ঠিক আছে এভাবেই করে নিন। অতঃপর তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কিছু টাকা জমা করা শুরু করলেন। অল্প সময়ে কিছু টাকা জমা হয়ে গেল। যখন তিনি সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُকে বললেন: আপনি হালুয়া কিনে নিয়ে আসেন। তখন হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ টাকা নিলেন এবং বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিলেন, আর স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বললেন: এগুলো আমার প্রয়োজনীয় খরচ থেকে অতিরিক্ত। এর পর হযরত সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ভবিষ্যতের জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রাপ্ত বেতনের তত পরিমাণ টাকা কমিয়ে দিলেন।

(আল কামিল ফিত্তারীখ, ২য় খন্ড, ২৭১ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এ ঘটনা শুনে শুধুমাত্র প্রশংসার শ্লোগান দ্বারা অন্তরকে খুশী করার পরিবর্তে আমাদেরও তাকওয়া ও অল্পে তুষ্টির শিক্ষা অর্জন করা উচিত। বিশেষতঃ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ ও সরকারী অফিসারবৃন্দ এছাড়া মসজিদের ইমামগণ, মাদ্‌রাসার শিক্ষকমন্ডলী ও বিভিন্ন ইসলামী বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ইসলামী ভাইদের জন্য এ ঘটনাতে অল্পে তুষ্টি ও লোভ-লালসা থেকে নিজেকে রক্ষা করা এবং নিজের আখিরাতকে সমুজ্জল করার জন্য অনেক শিক্ষার বিষয় রয়েছে। হায়! এমন যদি হতো! আমরা সবাই শুধু নফসের প্ররোচনায় বেতনের কম বেশি অর্থাৎ "অমুকের বেতন এতো বেশী আর আমার কম" বলে বলে এ ধরণের ব্যাপারগুলোতে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে সামান্য আয়ে তুষ্ট হয়ে নেকীর মধ্যে অধিক নেকী অর্জনের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করতাম। সায়্যিদুনা সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পরহেযগারীতা ও দুনিয়ার ধন সম্পদ থেকে অনাসক্তির ব্যাপারে আরো একটি ঘটনা শুনুন। যেমন-

ওয়াকফের বস্তুর ব্যাপারে সতর্কতা

ইমামে আলী মকাম, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: খলীফায়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা

www.dawateislami.net

সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ওফাতের সময় উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বললেন: দেখো! এ উট যেটার দুধ আমরা পান করি ও এ বড় পাত্র যাতে আমরা পানাহার করি এবং এ চাদর যেটা আমি পরিধান করে আছি এসব কিছু বাইতুল মাল থেকে নেয়া হয়েছে। আমরা এগুলো থেকে ঐ সময় পর্যন্ত উপকার গ্রহণ করতে পারি যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলমানদের খিলাফতের দায়িত্ব পালন করব। যখন আমি ওফাত লাভ করব তখন এসব কিছু হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে দিয়ে দেবে। অতএব যখন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইন্তিকাল হলো তখন উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এসব বস্তু অসিয়ত অনুযায়ী ফিরিয়ে দিলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বস্তুগুলো (ফিরে পেয়ে) বললেন: **আল্লাহ পাক** তাঁর উপর দয়া করুক, তিনিতো তাঁর পরবর্তীদের হতবাক করে দিয়েছেন। **(তারীখুল খুলাফা, ৬০ পৃষ্ঠা)**

আহারকারীদের ক্ষমা লাভের একটি ধরণ

মর্যাদাপূর্ণ যে কোন কাজই শুরু করা হলে তার আগে بِسۡمِ اللّٰہ শরীফ অবশ্যই পাঠ করা উচিত। কেননা এটা

www.dawateislami.net

সুন্নাত। অনুরূপভাবে পানাহারের পূর্বেও بِسْمِ الله পাঠ করা সুন্নাত, আর এর খুবই বরকত রয়েছে"। যেমন-হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হাবিবে লবীব, রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "মানুষের সামনে খাবার রাখা হয় আর উঠিয়ে নেয়ার পূর্বেই তাঁর ক্ষমা হয়ে যায়, এটার ধরণ হলো; যখন খাবার রাখা হয় তখন যেন بِسْمِ الله বলে আর যখন উঠিয়ে নেয়া হয় তখন যেন اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে। (আল জামেউস্ সগীর, পৃষ্ঠা ১২২, হাদীস নং-১৯৭৪)

চেয়ার-টেবিলে বসে খাওয়া সুন্নাত নয়

বুখারী শরীফে হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **মদীনার তাজেদার, নবীকুল সরদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনও টেবিলে খাবার খাননি এবং কখনো ছোট ছোট পাত্রে খাবার খাননি। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য কখনো পাতলা চাপাটি রুটি পাকানো হয়নি। হযরত সায়্যিদুনা কাতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাছ থেকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, তাঁরা কিসের উপর খেতেন? বললেন: দস্তরখানার উপর। (বুখারী, ৩য় খন্ড, ৫৩২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫৪১৫)

www.dawateislami.net

সদরুশ শরীয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চেয়ার টেবিলে বসে খাওয়া যদিও গুনাহ্ নয় তবে সুন্নাতও নয়। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাহারে শরীয়াতের ১৬তম খন্ডে বলেন: "খাওয়ান" অর্থাৎ ছোট টেবিল বা টেবিলের মত উঁচু ধরণের বস্তু, যেটার উপর ধনীদের ঘরে খাবার পরিবেশন করা হয়। যাতে খাওয়ার সময় ঝুঁকতে হয় না। তার উপর খাবার খাওয়া অহংকারীদের পদ্ধতি ছিল, যেভাবে অনেক মানুষ বর্তমান সময়ে টেবিলে খাবার খায়। ছোট ছোট পাত্রে খাওয়া ধনীদের পদ্ধতি। তাঁদের ঘরে নানা রকমের খাবার ছোট ছোট পাত্রে রাখা হয়। **(বাহারে শরীয়াত, ১৬তম অংশ, ৫/৩৬৯)**

কি ধরণের দস্তরখানা সুন্নাত?

বিখ্যাত মুফাস্সির, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "সুন্নাত হচ্ছে খাবারের প্রতি সামান্য ঝুঁকে বসা। দস্তরখানা কাপড়, চামড়া ও খেজুরের পাতার হতো। এ তিন ধরণের দস্তরখানায় **প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসুলে মাকবুল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খাবার খেয়েছেন। দস্তরখানাও জমীনের উপর

www.dawateislami.net

বিছানো হতো আর স্বয়ং **নবীকুল সুলতান, সরদারে দো'জাহান, মাহবুবে রহমান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও জমীনের উপর বসতেন।" (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ১৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চেয়ার-টেবিলে খাওয়া যদিও গুনাহ্ নয় তবে জমীনে দস্তরখানা বিছিয়ে খাবার খাওয়া সুন্নাত আর সুন্নাতের মধ্যেই মর্যাদা রয়েছে। আফসোস! আজকাল এ সুন্নাত মুসলমানেরা অনেকাংশে বর্জন করছে। সম্ভ্রান্ত পরিবারেও চেয়ার-টেবিলে বরং এখনতো চেয়ার ও সরিয়ে নেয়া হয়েছে, লোকেরা টেবিলের চতুর্পার্শ্বে (দাঁড়িয়ে) খাবার খায়। হায়! সুন্নাতে ভরা যুগ পুনরায় কখন ফিরে আসবে!

সুন্নাতে আ-ম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নে-ক হো যায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

প্রতিটি লোকমায় আল্লাহর যিকির

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, "**আল্লাহ পাক** ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যখন সে খাবার খায় তখন **আল্লাহ পাকের** প্রশংসা করে আর পান করলে তখন এর কারণে তাঁর হাম্দ (প্রশংসা) করে।

(মুসলিম, ১১২২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৩২)

www.dawateislami.net

প্রতিটি লোকমায় পাঠ করার নিয়ম

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের কিরূপ সহজ ব্যবস্থাপত্র। **আল্লাহর** কসম! **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্যই নেই। যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট হবেন, তাকেই তাঁর দিদার দান করবেন, তাকেই জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রবেশ করাবেন। প্রতিটি লোকমা খেতে ও প্রতি ঢোক পান করতে **আল্লাহ পাকের** নাম নেয়া এবং খাবার খেয়ে নেয়ার পর ও (পানীয়) পান করে নেয়ার পর اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলার অভ্যাস গড়ার চেষ্টা করুন। যাতে পানাহারের সময়টা উদাসীনতায় না কাটে। সম্ভব হলে প্রতি দুই লোকমার মাঝখানে بِسْمِ الله اَلْحَمْدُ لِلّٰه ও يَاوَاجِدُ বলার অভ্যাস করুন যেন এভাবে প্রতি লোকমার শুরু بِسْمِ الله ও يَاوَاجِدُ এর যিকির দ্বারা এবং প্রতি লোকমার সমাপ্তি **আল্লাহ পাকের** প্রশংসার মধ্যে হয়। اِنْ شَآءَ الله নেকীর ভান্ডার ও সাওয়াবের আলোই আলো হবে। মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পকেট সাইজের রিসালা "৪০টি রূহানী চিকিৎস" ১১নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার সময় প্রতি লোকমায় يَاوَاجِدُ পাঠ করবে اِنْ شَآءَ الله ঐ খাবার তার পেটে নূর হবে ও রোগ দুর হবে।

www.dawateislami.net

কর উল্‌ফত মে আপনি ফানা ইয়া ইলাহী,
আতা করদে আপনি রেযা ইয়া ইলাহী।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসুলের সাথে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় সফর করতে থাকুন اِنْ شَآءَ الله আমলগতভাবে খাওয়ার সুন্নাতের প্রশিক্ষণ হতে থাকবে এবং اِنْ شَآءَ الله কখনোতো এমন খাবার লাভ হবে যে, আপনার অনেক উপকার হয়ে যাবে। যেমন-ইসলামী ভাইদের মাঝে সংগঠিত মাদানী ঘটনা, যা এখানে নিজস্ব ভাষায় উপস্থাপন করার চেষ্টা করছি।

দাতা সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পক্ষ থেকে মাদানী কাফেলার মেহমানদারী

আমাদের মাদানী কাফেলা মারকাযুল আউলিয়া লাহোরে দাতা দরবার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মসজিদে তিনদিনের জন্য অবস্থান করছিল। আমরা মাদানী কাফেলার জাদওয়াল (রুটিন) অনুযায়ী সুন্নাতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছিলাম। মাদানী হালকা চলাকালীন সময় এক ব্যক্তি আসলেন। তিনি আশিকানে রাসুলের সাথে খুব আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ

www.dawateislami.net

করলেন। অতঃপর বলতে লাগলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ রাতে আমার ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠল আর হুযূর দাতা গাঞ্জ বাখ্শ আলী হাজভীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আমি গুনাহ্গারের স্বপ্নে তাশরীফ আনলেন এবং অনেকটা এরকম বললেন: **"দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলার আশিকানে রাসূল তিনদিনের জন্য আমার মসজিদে অবস্থান করছেন। অতএব তুমি তাদের খাবারের ব্যবস্থা করো।" তাই আমি মাদানী কাফেলার মেহমানদের জন্য খাবার নিয়ে এসেছি, আপনারা (এগুলো) গ্রহণ করুন।

কিয়া গরয দর দর ফিরো মাই ভীক্ লে-নে কেলিয়ে
হায় সালামত আস্তানা আ-পকা দা-তা পিয়া।
ঝোলিয়া ভর ভরকে লে-যাতে হে মাংতে রাত-দিন,
হো মেরি উম্মীদ কা গুলশান হারা দা-তা পিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহেবে মাযার সাহায্য করলেন

سُبْحٰنَ الله আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ الله মাযারে থেকেও নিজের মেহমানদের মেহেমানদারী করেন। যেমন-হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অনেকটা এরূপ উদ্ধৃত করেন; মক্কা শরীফের এক শাফেয়ী

www.dawateislami.net

মতাবলম্বীর বর্ণনা: মিসরে এক গরীব ব্যক্তির ঘরে সন্তানের জন্ম হলো। সে একজন সামাজিক সংস্থার সদস্যের সাথে যোগাযোগ করলো। তিনি নবভূমিষ্টের পিতাকে নিয়ে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করলেন কিন্তু কেউ আর্থিক সাহায্য করলো না। অবশেষে এক মাযারে হাজির হলেন। ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্য অনেকটা এরকম ফরিয়াদ করলেন, "ইয়া সায়্যিদী! **আল্লাহ পাক** আপনার উপর দয়া করুক, আপনি আপনার পার্থিব জীবনে অনেক কিছু দান করতেন। আজকে অনেক মানুষ থেকে নব ভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চার জন্য চেয়েছি কিন্তু কেউ কিছু দিলো না।" এ কথা বলে ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্য নিজেই অর্ধ দীনার নবভূমিষ্ট হওয়া বাচ্চার পিতাকে কর্জ হিসাবে দিয়ে বললেন: "কখনো যখন আপনার নিকট টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হবে তখন আমাকে ফিরিয়ে দেবেন।" উভয়ে উভয়ের পথে চলে গেলেন। রাতে সামাজিক সংস্থার সদস্যের স্বপ্নে সাহিবে মাযারের (মাযারে পাকে শায়িত **আল্লাহর** ওলীর) দিদার হলো। তিনি বললেন: আপনি আমাকে যা বলেছেন, তা আমি শুনেছিলাম কিন্তু ঐ সময় জবাব দেয়ার অনুমতি ছিল না। আমার পরিবারের নিকট গিয়ে বলুন: তারা যেন আবর্জনা রাখার নিচের স্থান খনন করে দেখে। সেখানে একটি মটকা (চামড়ার ছোট

www.dawateislami.net

থলে) পাওয়া যাবে, তাতে ৫০০ দীনার আছে, ঐ সবগুলো ঐ নবভূমিষ্ট বাচ্চার পিতাকে দিয়ে দেবেন। তাই তিনি সাহিবে মাযারের পরিবারের নিকট গিয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। তাঁরা সনাক্তকৃত জায়গা খনন করলেন এবং ৫০০ দীনার বের করে দিলেন। সামাজিক সংস্থার সদস্য বললেন: এসব দীনার আপনাদেরই, আমার স্বপ্নের নিশ্চয়তা কি! তাঁরা বললেন: যখন আমাদের বুযুর্গ দুনিয়া থেকে পর্দা করার পরও দান করছেন তখন আমরা কেন পিছনে থাকব! সুতরাং তাঁরা অনুরোধ পূর্বক ঐ দীনার সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিলেন আর তিনি গিয়ে ঐ নবজাতকের পিতাকে তা প্রদান করলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা শুনালেন। ঐ গরীব ব্যক্তি অর্ধ দীনার দিয়ে কর্জ পরিশোধ করলেন আর অর্ধ দীনার নিজের কাছে রেখে বললেন: "আমার জন্য এটাই যথেষ্ট"। অবশিষ্ট দীনার ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিয়ে বললেন: এসব দীনার গরীব ও নিঃস্ব লোকদের মধ্যে বন্টন করে দিন। বর্ণনাকারীর বক্তব্য হচ্ছে: আমি বুঝতে পারলাম না যে, এদের মধ্যে কে বেশি দানশীল! (ইহ্ইয়াউল উ'লূমুদ্দীন, ৩য় খন্ড, ৩০৯ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক আর তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

খালি কভী ফেরাহী নেহি আপনে গাদা কো
আয় সা-ইলো মাংগো তো জারা হাম হাত বাড়া কর।
খুদ আপনে ভিখারী কি ভরা করতে হে ঝুলি
খুদ কেহতে হে ইয়া রব! মেরে মাঙ্গতা কা ভালা কর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহর ওলীগণ ওফাতের পরও উপকার করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আগের যুগের লোকেরা বুযুর্গদের ব্যাপারে কিরূপ উত্তম আকীদা বা বিশ্বাস পোষণ করতেন আর প্রয়োজনের সময় তাঁদের কাছে নিজেদের অভাব পূরনের আশা রাখতেন! তাদের এ মন মানসিকতা ছিলো যে, **আল্লাহ** ওয়ালাগণ **আল্লাহর** প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সাহায্য করে থাকেন। যা হোক **আল্লাহর** ওলীরা رَحِمَهُمُ الله আপন **রবের** মেহেরবানিতে মাযারে পাকে জীবিত আছেন। আসা-যাওয়া ব্যক্তিদের কথা শুনেন, হিদায়াত ও সাহায্য করেন এবং নিজেদের ঘরের ব্যাপারেও খবর রাখেন। তাইতো সাহিবে মাযার বুযুর্গ স্বপ্নে এসে ঐ সামাজিক সংস্থার সদস্যকে দিক নির্দেশনা দিলেন এবং ঐ নবজাতকের গরীব পিতাকে সহায়তা করলেন ও আর্থিকভাবে সাহায্য করলেন। হযরত আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন:

www.dawateislami.net

"ওলী **আল্লাহরা** رَحِمَهُمُ الله মহান রবের দরবারে বিভিন্ন পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং যিয়ারাতকারীদের নিজের জ্ঞান ও ভেদ অনুযায়ী উপকার করেন।

(রদ্দুল মুখতার, ১ম খন্ড, ৬০৪ পৃষ্ঠা)

হামকো সা-রে আউলিয়া ছে পেয়ার হায়,
اِنْ شَآءَالله আপনা বেড়া পার হায়।

কি ধরণের খাবার রোগ!

হযরত সায়্যিদুনা উকবা বিন আমীর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, তাজেদারে রিসালাত** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে খাবারে **আল্লাহ পাকের** নাম নেয়া হয়নি, তা হলো রোগ, তা বরকত শূন্য এবং সেটার কাফফারা হচ্ছে: যদি এখনও দস্তরখানা উঠানো না হয় তবে بِسْمِ الله পাঠ করে কিছু খেয়ে নাও আর দস্তরখানা উঠিয়ে নেয়া হলে তবে بِسْمِ الله পাঠ করে আঙ্গুঁলগুলো চেটে নাও।" **(আল জামেউস্ সগীর, ৩৯৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৩২৭)**

শয়তানের জন্য খাবার হালাল

হযরত সায়্যিদুনা হুযাইফা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে খাবারে بِسْمِ الله পাঠ

www.dawateislami.net

করা হয় না, ঐ খাবার শয়তানের জন্য হালাল হয়ে যায়।" (অর্থাৎ بِسْمِ اللهِ পাঠ না করার কারণে শয়তান ঐ খাবারে অংশগ্রহণ করে)। (মুসলিম, ৮৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯২৫৯)

খাবারকে শয়তান থেকে রক্ষা করো

খাওয়ার পূর্বে بِسْمِ اللهِ পাঠ না করাতে খাবার বরকতশূণ্য হয়। হযরত সায়্যিদুনা আবূ আইয়ূব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খিদমতে উপস্থিত ছিলাম। (তখন) খাবার পরিবেশন করা হলো। আমরা শুরুতে এত বরকত কোন খাবারে পাইনি কিন্তু শেষে খুবই বরকত শূন্যতা দেখলাম। আমরা আরয করলাম: "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এরূপ কেন হলো?" ইরশাদ করলেন: আমরা সবাই খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ্ পড়েছিলাম। অতঃপর এক ব্যক্তি بِسْمِ اللهِ পাঠ করা ছাড়া খেতে বসে গেল। তার সাথে শয়তান খাবার খেয়ে নিল।" (শরহুস্ সুন্নাহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৮১৮)

শয়তান থেকে নিরাপত্তা

হযরত সায়্যিদুনা সালমান ফারসী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন, **নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করেন: "যার এ কথা পছন্দ হয় যে, শয়তান যেন তার নিকট খাবার না পায়, কাইলূলাহ্ (দুপুরের বিশ্রাম) করতে না পারে, আর রাত কাটাতে না পারে, তবে তার উচিত, যখন ঘরে প্রবেশ করে তখন যেন সালাম করে নেয় এবং খাওয়ার সময় بِسْمِ الله পাঠ করে নেয়।"

(মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ৮ম খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৭৭৩)

পারিবারিক ঝগড়ার প্রতিকার

মুফাস্সিরে শাহীর, হাকীমুল উম্মত, মুফ্তী আহ্মদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "ঘরে প্রবেশ করার সময় "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পাঠ করে প্রথমে ডান পা দরজায় প্রবেশ করানো উচিত। অতঃপর ঘরের বাসিন্দাদের সালাম করে ঘরের ভেতরে যাবেন। যদি ঘরে কেউ না থাকে তবে اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهٗ বলবে। অনেক বুযুর্গদের দেখা গেছে যে, দিনের শুরুতে ঘরে প্রবেশ করার সময় "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" ও সূরা ইখলাস পড়ে নিতেন, এ দ্বারা ঘরে একতাও থাকে (অর্থাৎ ঝগড়া বিবাদ হয় না) এবং রিযিকে বরকতও হয়।" **(মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৯ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

بِسْمِ اللّٰه পড়তে ভুলে গেলে কি করবেন?

উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: **আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কেউ খাবার খায় তখন (যেন) **আল্লাহ পাকের** নাম নেয়, অর্থাৎ بِسْمِ اللّٰه পড়ে নেয় আর যদি শুরুতে بِسْمِ اللّٰه পড়তে ভুলে যায় তবে (যেন) এরূপ বলে: "بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ"।

(আবূ দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৬৭)

শয়তান খাবার বমি করে দিল

হযরত সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখ্শী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ্ পড়া ব্যতীত খাবার খাচ্ছিল। যখন খাওয়া হয়ে গেল শুধুমাত্র একটি লোকমা অবশিষ্ট রইল, (তখন) সে লোকমা উঠাল আর বলল: "بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ" **রাসূলে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুচকি হাসতে লাগলেন এবং এটা ইরশাদ করলেন: "শয়তান তার সাথে খাবার খাচ্ছিল, যখন সে **আল্লাহ পাকের** নামের যিকির করল তখন যা কিছু তার (শয়তানের) পেটে ছিল বমি করে দিল।"

(আবূ দাউদ, ৩য় খন্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৭৬৮)

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি থেকে কোন কিছু গোপন নেই

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই খাবার খাবেন মনে করে "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ" পাঠ করা উচিত। যে পাঠ করে না, তার খাবারে "করীন" নামক শয়তানও অংশগ্রহণ করে। হযরত সায়্যিদুনা উমাইয়া বিন মাখ্শী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা থেকে পরিস্কারভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি সবকিছু দেখে নিতেন, তাইতো শয়তানকে ব্যাকুল অবস্থায় বমি করতে দেখে মুচকি হাসলেন। যেমন- প্রখ্যাত মুফাসসির, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "রহমতে আলম, **নূলে মুজাস্সাম, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র দৃষ্টি বাস্তবে লুকায়িত সৃষ্টিকেও পর্যবেক্ষন করেন আর হাদীসে মোবারক এখানে একেবারে নিজের প্রকাশ্য অর্থের উপর রয়েছে, কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। যেভাবে আমাদের পেট মাছিযুক্ত খাবার (যখন মাছি তাতে বিদ্যমান থাকে) গ্রহণ করে না। ঠিক তেমনি শয়তানের পাকস্থলী بِسْمِ الله পঠিত খাবার হজম করতে পারে না। যদিও তার বমিকৃত খাবার আমাদের কোন কাজে আসে না, কিন্তু বিতাড়িত (শয়তান) অসুস্থ হয়ে পড়ে

www.dawateislami.net

ও ক্ষুধার্তও থাকে এবং আমাদের খাবারের হারানো বরকত ফিরে আসে। মোটকথা, এতে আমাদের জন্য উপকার রয়েছে আর শয়তানের জন্য দু'টি ক্ষতি রয়েছে এবং যথাসম্ভব ঐ মরদূদ ভবিষ্যতে আমাদের সাথে بِسْمِ اللّٰه ছাড়া খাবারও এ ভয়ে খাবে না যে, হয়তো এ ব্যক্তি মাঝখানে بِسْمِ اللّٰه পাঠ করে নেবে আর আমাকে বমি করতে হবে। হাদীসে পাকে যে ব্যক্তির আলোচনা রয়েছে সম্ভবত সে একা খাচ্ছিল যদি **হুযূরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে খেতো তবে بِسْمِ اللّٰه পড়া ভুলতোনা। কারণ সেখানেতো উপস্থিত লোকেরা بِسْمِ اللّٰه উচ্চস্বরে বলতেন এবং পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিকে بِسْمِ اللّٰه বলার নির্দেশ দিতেন। **(মিরআত, শরহে মিশকাত, ২য় খন্ড, ৩০ পৃষ্ঠা)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে ও বিশেষতঃ মাদানী কাফেলায় খুব বেশি করে দোয়া পড়া ও শেখার সুযোগ লাভ হয়। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুসংবাদের কথা কী বলব! বাবুল মদীনা করাচীর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা আমার নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

www.dawateislami.net

মা খাট থেকে উঠে দাঁড়ালেন

আমার আম্মাজান জটিল রোগের কারণে খাট থেকে উঠতেই পারছিলেন না। তাকে কয়েকজন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম কিন্তু কোন কাজ হলো না। ডাক্তারগণ এর কোন চিকিৎসা নেই বলে দিলেন। সৌভাগ্যক্রমে একবার আমি শুনে ছিলাম: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সফর করে দোয়া করলে দোয়া কবুল হয় এবং বিভিন্ন রোগ হতে আরোগ্য লাভ হয়। তাই আমীর অসুস্থ মায়ের কষ্টের কথা চিন্তা করে মন স্থির করলাম এবং নিয়্যত করলাম: মাদানী কাফেলায় সফর করে মায়ের জন্য দোয়া করব। এ উদ্দেশ্য নিয়ে সুন্নাত সমূহের নূর বর্ষনকারী **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার 'দারুস সুন্নাহ'তে উপস্থিত হয়ে তিনদিনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার ইচ্ছা প্রকাশ করলাম। ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে আমাকে সাথে সাথে তাদের কাফেলায় গ্রহণ করে নিলেন। আশিকানে রাসূলের অর্থাৎ আমাদের মাদানী কাফেলার সফর শুরু হয়ে গেল। আমরা বাবুল ইসলাম সিন্ধু এর "সাহরায়ে মদীনা"র নিকটস্ত এক এলাকায় পৌঁছে গেলাম। সফরের মধ্যে আশিকানে রাসূলের খিদমতে

www.dawateislami.net

আমি আমার আম্মাজানের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করে দোয়ার জন্য অনুরোধ করলাম। তারা আমার আম্মাজানের জন্য পরিপূর্ণ ইখলাছের সাথে দোয়া করলেন। এরপর আমাকে মায়ের আরোগ্যের ব্যাপারে যথেষ্ট আশ্বস্থ করলেন। তাদের এ রকম আন্তরিকতা দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়ে গেলাম। আমীরে কাফেলা খুবই নম্রতার সাথে ইনফিরাদী কৌশিশ করে আমাকে আরো ৩০ দিনের মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য উৎসাহ যোগালেন, আমি নিয়্যত করে নিলাম। কাফেলার সমষ্টিগত দোয়া ছাড়া আমি নিজে নিজেও আম্মাজানের সুস্থতার জন্য বিনয় সহকারে **আল্লাহ পাকের** দরবারে দোয়া করতে লাগলাম। তিনদিনের এ মাদানী কাফেলার তৃতীয় রাতে আমার এক উজ্জল চেহারা বিশিষ্ট বুযুর্গের যিয়ারত নসীব হলো। তিনি বললেন: "বৎস! আম্মাজানের জন্য চিন্তা করো না, اِنْ شَآءَ الله তিনি সুস্থ হয়ে যাবেন।" তিনদিনের মাদানী কাফেলা থেকে বিদায় নিয়ে আমি ঘরে চলে গেলাম। ঘরে পৌঁছে দরজাতে কড়া নাড়লাম। দরজা খুললে আমি আম্মাজানকে দরজার পাশে দাঁড়ানো দেখে অবাক হয়ে গেলাম। সেখানে নির্বাক হয়ে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম, কেননা আমার ঐ অসুস্থ আম্মাজান যিনি বিছানা থেকে উঠতেই পারছিলেন না, তিনি

www.dawateislami.net

আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে আপন পায়ে হেঁটে এসে দরজা খুলে দিলেন! আমি খুশিতে আত্মহারা হয়ে মায়ের পায়ে চুমুর পর চুমু খেতে লাগলাম এবং তাকে মাদানী কাফেলায় দেখা স্বপ্নের কথা শুনালাম। এরপর আম্মাজান থেকে অনুমতি নিয়ে আরো ৩০ দিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সফরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম।

মা জু বীমার হো করজ কা বার হো,
রঞ্জো গম মত্ করে কাফিলে মে চলো।
রব কে দরপর ঝুঁকে ইল্তিজায়ে করে,
বাবে রহমত খুলে কাফিলে মে চলো।
দিলকি কালিক ধুলে মরযে ঈছইয়া ঠলে,
আ-ও সব চল পড়ে কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! মাদানী কাফেলায় সফর করে দোয়া করার বরকতে ইসলামী ভাইয়ের চিকিৎসা থেকে নিরাশ হওয়া মায়ের আরোগ্য লাভ হলো! দোয়াতো দোয়াই। আমীরুল মুমিনীন হযরত মাওলায়ে কায়িনাত, আলীউল মুরতাজা শেরে খোদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلدُّعَاءُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ অর্থাৎ দোয়া

www.dawateislami.net

মুমিনের হাতিয়ার, দ্বীনের স্তম্ব এবং জমিন ও আসমানের নূর।” (মুসনাদে আবী ইয়া'ল, ১ম খন্ড, ২১৫ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দোয়া করার ১৭টি মাদানী ফুল

(প্রায় সব মাদানী ফুল “আহ্সানুল উই'আ লি আ-দাবিদ দোয়া মাআ' শারহি যাইলুল মুদ্দা'আ লি আহ্সানুল উই'আ” নামক গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা করাচী থেকে প্রকাশিত)

(১) প্রতিদিন কমপক্ষে ২০ বার দোয়া করা ওয়াজিব। اَلْحَمْدُ لِلّٰه নামাযীদের এ ওয়াজিব, নামাযে সূরা ফাতিহার মাধ্যমে আদায় হয়ে যায়। কারণ اِهْدِ نَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো) ও দোয়া এবং اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ (কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহর** জন্য, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর) বলাও দোয়া। (১২৩, ১২৪ পৃষ্ঠা) (২) দোয়াতে সীমা অতিক্রম করবেন না। যেমন আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর পদমর্যাদা চাওয়া বা আসমানে আরোহনের আকাঙ্ক্ষা করা। এছাড়া উভয় জগতের সমস্ত কল্যাণ ও সর্বপ্রকার গুনাবলী চাওয়াও নিষেধ। কারণ এসব গুণাবলীর মধ্যে আম্বিয়াদের عَلَيْهِمُ السَّلَام পদমর্যাদাটাও রয়েছে, যা অর্জন করা যাবে না। (৮০, ৮১ পৃষ্ঠা) (৩) যেটা অসম্ভব বা অসম্ভবের

www.dawateislami.net

কাছাকাছি, সেটার দোয়া করবেন না। সুতরাং সব সময়ের জন্য সুস্থতা, নিরাপত্তা চাওয়া যে, মানুষ সারাজীবন কখনো কোন প্রকার কষ্টে পতিত হবে না, এটা হল অসম্ভব অভ্যাসের দোয়া চাওয়া। অনুরূপভাবে লম্বাকৃতির মানুষের ক্ষুদ্র আকৃতির হওয়ার জন্য কিংবা ছোট চক্ষু বিশিষ্টের বড় চোখ লাভের দোয়া করা নিষেধ। কারণ এটা এমন কাজের দোয়া, যেটার উপর কলম জারী হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা পূর্বে লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে। (৮১ পৃষ্ঠা) (৪) গুনাহের দোয়া করবেন না, যেমন, অন্যের সম্পদ যেন আপনার মিলে যায়। কারণ গুনাহের আশা করাও গুনাহ্। (৮২ পৃষ্ঠা) (৫) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার দোয়া করবেন না। (যেমন-অমুক আত্মীয়দের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগে যাক)। (৮২ পৃষ্ঠা) (৬) **আল্লাহ পাকের** নিকট শুধুমাত্র নিকৃষ্ট বস্তু চাইবেন না, কেননা পরওয়ারদিগার খুবই ঐশ্বর্যশালী। তাই নিজের মনোযোগ সর্বদা তাঁরই প্রতি রাখুন এবং প্রতিটি বস্তু তাঁরই কাছে চান। (৮৪ পৃষ্ঠা) (৭) দুঃখ ও বিপদে ভীত হয়ে নিজের মৃত্যুর দোয়া করবেন না। মনে রাখবেন যে, পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য মৃত্যু কামনা করা না জায়িয ও দ্বীন-ধর্মের ক্ষতির ভয়ে (মৃত্যু কামনা করা) জায়িয। (অর্থাৎ - যেমন এই দোয়া করা যে, **হে আল্লাহ!** আমার দ্বারা দ্বীন-ধর্মের, সুন্নীয়তের ক্ষতি সাধন হওয়ার পূর্বেই আমার মৃত্যু দান করো)। (৮৫, ৮৭ পৃষ্ঠা) (৮) শরয়ী

www.dawateislami.net

প্রয়োজন ব্যতীত কারো মৃত্যু ও অনিষ্ট (ধ্বংস) এর দোয়া করবেন না। তবে যদি কোন কাফিরের ঈমান গ্রহণ না করার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রবল ধারণা হয় ও (তার) বেঁচে থাকাতে দ্বীনের ক্ষতি হয় অথবা কোন অত্যাচারির তাওবা করার ও অত্যাচার ত্যাগ করার আশা না থাকে এবং তার মৃত্যু, ধ্বংস সৃষ্টিকুলের জন্য উপকার হয় তবে এ ধরণের মানুষের জন্য বদ্-দোয়া করা শুদ্ধ হবে। (৮৬, ৮৯ পৃষ্ঠা) (৯) কোন মুসলমানকে এ বদ্-দোয়া দেবেন না যে, "তুই কাফির হয়ে যা।" কারণ অনেক আলিমের মতে (এধরণের দোয়া করা) কুফরী আর বাস্তব সত্য এটাই যে, যদি কুফরকে ভাল ও ইসলামকে মন্দ জেনে এ রূপ বলে, তবে নিঃসন্দেহে কুফরী। অন্যথায় বড় গুনাহ কেননা মুসলমানের (মন্দ কামনা করা) হারাম। বিশেষতঃ অমঙ্গল চাওয়া (যে অমুকের ঈমান নষ্ট হয়ে যাক) সব ধরণের অমঙ্গল থেকে নিকৃষ্ট। (৯০ পৃষ্ঠা) (১০) কোন মুসলমানের উপর লানত (অভিশাপ) দেবেন না ও তাকে মরদূদ (বিতাড়িত) ও মলঊন (অভিশপ্ত) বলবেন না এবং যে কাফিরের কুফরের উপর মৃত্যু নিশ্চিত নয় তার উপরও নাম নিয়ে লানত করবেন না। এমনিভাবে মাছি, বাতাস ও প্রাণহীন বস্তুসমূহ (যেমন-পাথর, লোহা ইত্যাদি) ও প্রাণীজগতের উপর অভিশাপ দেয়া নিষিদ্ধ। তবে বিচ্ছু ইত্যাদির ব্যাপারে হাদীসে পাকে অভিশাপ এসেছে। (৯০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(১১) কোন মুসলমানকে এ বদ দোয়া দেবেন না যে, "তোর উপর খোদার গজব নাজিল (অবতীর্ণ) হোক ও তুই দোযখে যা," কারণ হাদীস শরীফে এটার প্রতি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। (১০০ পৃষ্ঠা) (১২) যে কাফির হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে তার জন্য ক্ষমার দোয়া করা হারাম ও কুফরী। (১০১ পৃষ্ঠা) (১৩) এ দোয়া করা, "হে মালিক! সকল মুসলমানের সমস্ত গুনাহ্ ক্ষমা করে দাও।" জায়িয নেই। কারণ এতে ঐসব হাদীসে মুবারকের তাক্যীব (অর্থাৎমিথ্যা প্রতিপন্ন করা) হয়ে থাকে, যেগুলোতে অনেক মুসলমানের দোযখে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে। (১০৬ পৃষ্ঠা) তবে এভাবে দোয়া করা, "সমস্ত উম্মতে মুহাম্মদী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাগফিরাত (অর্থাৎক্ষমা) হোক বা সমস্ত মুসলমানের ক্ষমা হোক" জায়িয। (১০২ পৃষ্ঠা) (১৪) নিজের জন্য নিজের বন্ধু-বান্ধব, পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির জন্য বদ্-দোয়া করবেন না। জানা নেই, যদি সেই মুহূর্তটা দোয়া কবুল হওয়ার সময় হয়ে থাকে আর বদ্-দোয়ার প্রভাব প্রকাশ হওয়াতে পরে আবার যেন অনুশোচনা করতে না হয়। (১০৭ পৃষ্ঠা) (১৫) যে বস্তু অর্জিত রয়েছে, (অর্থাৎনিজের কাছে বিদ্যমান রয়েছে) সেটার দোয়া করবেন না। যেমন-পুরুষেরা বলবেন না যে, **"হে আল্লাহ পাক!** আমাকে পুরুষ করে দাও।" কারণ এটা ইস্তিহাযা (তামাসা) করা। তবে এরূপ দোয়া যাতে শরীয়াতের নির্দেশ পালন বা

www.dawateislami.net

বিনয় ও বন্দেগীর বহি:প্রকাশ অথবা **পরওয়ারদিগার** ও **মদীনার তাজদার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা অথবা ধর্ম বা ধার্মিকদের প্রতি অনুরাগ, বা কুফ্‌র ও কাফিরদের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদির ফায়দাসমূহ্ অর্জিত হয় তাহলে তা জায়িয। যদিও এ বিষয় গুলো অর্জিত হওয়া নিশ্চিত। যেমন-দরূদ শরীফ পাঠ করা, উসীলা, সিরাতে মুস্তাকীম (সঠিক পথ) এর, **আল্লাহ** ও **রাসুলের** শত্রুদের উপর শাস্তি ও অভিসম্পাতের দোয়া করা। (১০৮,১০৯ পৃষ্ঠা) (১৬) দোয়াতে সংকীর্ণতা করবেন না। যেমন-এভাবে চাইবেন না যে, **হে আল্লাহ পাক!** শুধু আমার উপর দয়া করো বা শুধুমাত্র আমাকে ও আমার অমুক অমুক বন্ধুকে নেয়ামত দান করো। (১০৯ পৃষ্ঠা) উত্তম হলো, সকল মুসলমানকে দোয়াতে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। এর একটা উপকার এটাও হবে যে, যদি নিজে ঐ নেক বিষয়ের হকদার নাও হয় তবে নেক্কার মুসলমানদের ওসীলায় (তা) পেয়ে যাবে। (১৭) হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দোয়া করবেন এবং কবুল হওয়ার প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন।

(ইহ্‌ইয়াউল উ'লূম, ৪র্থ খন্ড, ৭৭০ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ক্ষমা করার ফযীলত

নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন ঘোষণা করা হবে, যার প্রতিদান আল্লাহ পাকের দয়ার দায়িত্বে রয়েছে সে যেন উঠে আর জান্নাতে প্রবেশ করে। জিজ্ঞাসা করা হবে: কার জন্য প্রতিদান? সে ঘোষণাকারী বলবে: ঐ ব্যক্তিদের জন্য যারা ক্ষমাকারী। তখন হাজার হাজার মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে আর বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

(মু'জাম আউসাত, ১/৫৪২, হাদীস: ১৯৯৮ সংক্ষেপিত)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net